পাঠক ফোরাম

ব্যর্থ উপাচার্য ছাত্রদল এবং...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী হ্যাপীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ ও ছাত্রদলের ভূমিকায় বিস্মিত হতে হয়। পুলিশ চারুকলা ইনস্টিটিউটের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে শ্রেণীকক্ষে লাঠি, কাঁদানো গ্যাস, রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। শিক্ষকদেরও লাঞ্ছিত করে। এমন কি শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্মগুলো ভেঙে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। হ্যাপী নিহত হওয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রত্যেকটি পর্যায়েই ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার হঠকারী প্রয়াস চালিয়েছে। নানাভাবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্যাতন চালায় ছাত্রদল। তাদের নির্যাতনের চিত্র পত্রপত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে। উপাচার্য এ ঘটনার নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। নিয়ন্ত্রণহীন ছাত্রদলের কারো বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এমনও শোনা যায়নি। আমরা যারা সাধারণ ছাত্রছাত্রী তারা বরাবরই ভুক্তভোগী। এই ঘটনার তীব্র নিন্দাসহ তদন্তের জোর দাবি জানাচ্ছি।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

খতমে নবুওয়তের ধর্মীয় সন্ত্রাস

কিছুদিন আগে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের 'কাদিয়ানি' উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'কাদিয়ানিরা শুধু অমুসলিমই নয়, তারা মুসলিমদের শত্রুও। তাদের অবশ্যই অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। আমরা সরকারে আছি। সরকার বিব্রত হয় বলে আন্দোলন করতে পারছি না।' (প্রথম আলো ২২ এপ্রিল, ২০০৫)। ইসলামী ঐক্যজোটের আমির ফজলুল হক আমিনী সাপ্তাহিক ২০০০কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'তবে এ কথা ঠিক, আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অত্যন্ত যৌক্তিক। তাই আমরা বায়তুল মোকাররমের খতিবের অধীনে খতমে নবুওয়ত আন্দোলন করছি।' বায়তুল মোকাররমের খতিব উবায়দুল হক বলেন, 'আমাদের মুভমেন্টের দুটি দিক। এক, কাদিয়ানিদের বোঝানো ও তওবা করানো। দুই, সরকারকে চাপ দিতে থাকা আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য।' মতিউর রহমান নিজামী বলছেন, খতমে নবুওয়তের আন্দোলন জামায়াত সমর্থন করে না। আর খতমে নবুওয়তের নায়েবে আমির বলছেন, 'জামায়াত আমাদের সহযোগিতা করছে। আমার এক পকেটে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, আরেক পকেটে ডিসি-এসপি।'

আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত নামধারী সংগঠন এবং অন্যরা যে ব্যাপারে আহমদিয়াদের দোষারোপ করছে এবং তাদের অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তা কিন্তু রাজনৈকি ফায়দা হাসিলের জন্যই করছে। আহমদিয়াদের ওপর হামলা এবং হামলার প্ররোচনা এ দেশে নতুন নয়। পাকিস্তান হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯৫৩ সালে আহমদিয়াদের ওপর ভয়াবহ আক্রমণ হয়েছে। সেই আক্রমণের মুখ্য ভূমিকায় ছিল জামায়াতে ইসলামী। তখন এতে নেতৃত্ব দিয়েছিল জামায়াত নেতা মাওলানা মওদুদী। এর জন্য পাকিস্তান সরকারই বিচার করে মওদুদীর ফাঁসির দণ্ড দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা কার্যকর হয়নি। আজও জামায়াতে ইসলামীর নেতারা প্রকাশ্যে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর জুলুম, অত্যাচার,

ড. ইউনূসের দুর্নীতি দমন স্বপ্ন শুভঙ্করের ফাঁকি

ব্যাপারটা একটু কৌতুককরই বটে। যিনি একবার এক আলোচনা সভায় দেশের দুই বড় রাজনৈতিক দলকে দেশের ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর ভাগাভাগি করে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেই ড. ইউনূস যখন দুর্নীতি দমন কমিশনের এক আলোচনা সভায়- আমি কমিশনের প্রধান হলে কি করবো ধরনের বক্তৃতা দেন, তখন সেটা বেশ কৌতূহলের উদ্রেক করে বৈ কি। পত্রপত্রিকাগুলোতে বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছে তার বক্তৃতা। পড়ে মনে হলো যেন সিনেমার স্ক্রিপ্ট পড়ছি।

ঘুষ-তদবির বন্ধ করার যেসব পন্থা তিনি বর্ণনা করেছেন যেমন- গোপন ক্যামেরা ব্যবহার করা, কয়েকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করে 'স্থায়ী ভয়ের' সৃষ্টি করা, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের সূচক তৈরি করে সাংবাদিকদের মাধ্যমে মিডিয়ায় জানিয়ে দেয়া ইত্যাদি সব পন্থাই কিন্তু চাপ প্রয়োগমূলক বিভিন্ন উপায়, যার সফলতা আবার বেশ কিছু শর্তের ওপর নির্ভরশীল। যেমন- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কমিশনের কথামতো কাজ করা কিংবা অফিসের যে বড় কর্তাদের সাহায্য তিনি নিতে চান তাদের নিজেদেরই দুর্নীতিগ্রস্ত না হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ঘুষ-দুর্নীতি কেন হয়? ছোট কর্তা ঘুষ খায় এটা জেনেও বড় কর্তা কেন কোনো ব্যবস্থা নেন না ইত্যাদি যে প্রশ্নগুলো আমাদের সমস্যার মূলে পৌঁছে দিতে পারে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বড় বড় দুর্নীতি, যা শাসকশ্রেণীর দলগুলো করে থাকে, সেগুলোই যেসব দুর্নীতির মূল উৎস এবং দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে যে এগুলো নির্মূল করা ছাড়া কোনো উপায় নেই- এসব দিকে কিন্তু ড. ইউনূস গেলেন না।

তার বক্তৃতা পড়ে মনে হয়, ঘুষ আর তদবিরই বোধ হয় সমস্ত দুর্নীতির মূল। এগুলো নির্মূল করাই দুর্নীতি দমন কমিশনের মূল কাজ! ঋণখেলাপ করা কি দুর্নীতি নয়? রাষ্ট্রীয় কল-কারখানা জলের দরে বিকিয়ে দেয়া কি দুর্নীতি নয়? পিএসসি বা অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে মূল্যবান গ্যাস-সম্পদ বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দেয়া কি দুর্নীতি নয়? জনগণের নামে আনা হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ শাসকদলের নেতা-কর্মী আর আমলাদের দ্বারা লোপাট হয়ে যাওয়া কি দুর্নীতির সংজ্ঞায় পড়ে না? তার বক্তৃতায় কিন্তু এগুলো সম্পর্কে কোনো কথাই নেই। অনেকে ভাবতে পারেন, তিনি হয়তো ভুলে বিষয়গুলো এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু বক্তৃতাটি ভালো করে খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে এটা কোনো ভুলোমনা ব্যক্তির এলোমেলো কথা নয়- তিনি যা বলার স্পষ্ট করেই বলেছেন। তাহলে উপরোক্ত বড় বড় রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি যেগুলো আসলে অন্য সব দুর্নীতির মূল, সেগুলো নিয়ে তিনি কিছু বললেন না কেন? ড. ইউনুস কি পারবেন সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ছাড়া এসব সমস্যা সমাধানের কোনো স্বপ্ন দেখাতে? পারবেন না বলেই তিনি এগুলো বেমালুম চেপে গেছেন।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? আমরা বুঝলাম যে, তিনি মাঝে মাঝেই বিভিন্নভাবে শাসকশ্রেণীর দুর্নীতির সমালোচনা করলেও শাসক দলগুলো আর তাঁর শ্রেণীস্বার্থ একই- উভয়েই রাষ্ট্র কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের বিরোধী। তাই আমরা একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই, রোগের মূল কারণের নিরাময় না করেই ওপরে ওপরে কোনো লক্ষণের চিকিৎসা করা যেমন রোগটির বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করে, তেমনই রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি, যেগুলো সব দুর্নীতির মূল, সেগুলো নির্মূল করার কথা না বলে শুধু তার কিছু লক্ষণ যেমন ঘুষ গ্রহণ ও তদবির করা ইত্যাদি নির্মূল করার কথ বলা পরিণামে দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করারই নামান্তর।

কল্লোল মোস্তফা, শেরেবাংলা হল, বুয়েট, ঢাকা

দুস্থভাতা এবং লজ্জাবোধ

দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আমি একজন প্রাক্তন সাংবাদিক, লেখক। ৪৫ বছর বয়সে চিকিৎসা ব্যয়ে নিঃস্ব। ঢাকায় কিংবা অন্যত্র আমার এক ইঞ্চি জমি নেই। আয়ের কোনো উৎস নেই। এক ব্যক্তির দয়ায় একটি বাড়িতে দীর্ঘদিন আশ্রিত অবস্থায় আছি। কন্যাটি শিক্ষার্থী। স্বল্পশিক্ষিত স্ত্রী গৃহস্থ কাজের ফাঁকে ফাঁকে হস্তশিল্পের টুকটাক কাজ করেন। সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আমাকে দুস্থ কবি-লেখকের তালিকায় ২০০৪ সাল থেকে মাসিক ৭০০ টাকা করে ভাতা বরাদ্দ করেছে। মানে প্রতিদিন ২৩ টাকা ও সামান্য কিছু পয়সা। আমাকে প্রতিদিন ওষুধই খেতে হয় ৪০০ টাকার। অন্য ব্যয় তো আলাদা। তবু এতেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু ভাতা আনতে গিয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসক অফিস, কাকরাইলের প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিসে যে 'লেনদেনের প্রক্রিয়া' দেখলাম, তাতে আমি বিস্মিত। অসংখ্য অভিনেতা, গায়ক, লেখক ও অন্যান্য সংস্কৃতিকর্মীর উত্তরাধিকার এবং তারা নিজে দুস্থভাতা তুলছেন। কিন্তু কেউ দুস্থ নন। কেউ কেউ দেখলাম গাড়িতে চড়ে দুস্থভাতা নিতে আসছেন। যারা দিচ্ছেন তাদের কথা নাই বা বললাম, যাদের এতো আছে তারা কেমন করে দিনের পর দিন 'দুস্থভাতা' নিচ্ছেন! প্রকৃত নিঃস্ব হিসেবে আমি খুবই লজ্জা পেয়েছি। মনে হয়েছে এটুকুও তাদের দিয়ে দেই।

নগর বাউল, ধানমন্ডি, ঢাকা

নির্যাতন, হত্যার ঘটনা ঘটাচ্ছে কিন্তু তাদের কোনো বিচার হচ্ছে না। আহমদিয়াদের ওপর সারা দেশে যে নিপীড়ন চলছে তাতে জোট সরকারের ইন্দন আছে। তা না হলে খতমে নবুওয়তের নায়েবে আমির এত জোরেসোরে এ কথা বলতে পারে না যে, 'তাদের অনুমতি নিয়েই কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি।'

খতমে নবুওয়তের এ অশুভ চক্রান্ত থেকে আহমদিয়াদের রক্ষা করা প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের কর্তব্য। ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাই, গত ২৩ মে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের ওপর অব্যাহত আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ১২টি মানবাধিকার সংগঠন। তাই আমাদেরও উচিত এ ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

মাহমুদ আহমদ সুমন
চকবাজার, চট্টগ্রাম

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ

'৯৬-এর নির্বাচনে আমরা দেখেছি তৎকালীন বিএনপির শীর্ষ নেতা ও মন্ত্রীদের ধরাশায়ী হতে। খালেদা জিয়া গণরায়কে মেনে না নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে বেকায়দা অবস্থায় রাখতে দিনের পর দিন অযৌক্তিক ও অনৈতিক হরতাল চালিয়ে গেছেন। তবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও তখন দেশটিকে তাদের তালুক বানিয়ে ফেলেছিল। ২০০১-এর সাধারণ নির্বাচনে কর্মদোষে শেখ হাসিনা হেরে গেলেও পরাজয়ের পশ্চাতে থাকা নিজেদের দোষত্রুটিগুলোর সন্ধান না করে 'সংসদে যাব না' বলে ঠিক যেন কিশোরী কন্যার মতোই তিনিও গোঁ ধরে বসলেন। শেষে সংসদ পদ হারানোর আগে তারা সংসদে গেলেন কিন্তু তাদের বহুল প্রচারিত 'কারচুপি'টির প্রক্রিয়া কি ছিল তা খোদ আ.গা.চৌ. এখনো প্রকাশ করতে পারেননি। অন্যদিকে জনসমর্থনহীন হরতাল তিনি এখনো ছাড়ছেন না। জোট সরকারের প্রতি গণমানুষের মনোভাবের প্রকাশ চট্টগ্রাম নির্বাচনে আমরা পেলাম। চট্টগ্রাম তথা দেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী দল-গোষ্ঠী ও সর্বোপরি গণমানুষের সম্মিলিতি প্রচেষ্টার ফলাফল হলো আওয়ামী লীগের বিজয়। দেশে আজ আওয়ামী লীগের ঝড়ো কাকের মতো অবস্থা। তবুও আওয়ামী লীগ এখনো '৭১-এর চেতনায় বিশ্বাসী মানুষের অনিশ্চিত যাত্রার ভেলা। আওয়ামী লীগের শীর্ষ ও সক্রিয় সব নেতাই আজ ঘাতকের নিশানায় রয়েছেন। মৃত্যুর সঙ্গে তারা সদাই পাঞ্জা লড়ছেন। এখন আওয়ামী লীগ যদি চট্টগ্রামের ঐক্য ধরে না রেখে হরতালেই নিজেদের ব্যস্ত রাখে, তাহলে অচিরেই তারা মুসলিম লীগের পরিণতি পাবে। আওয়ামী লীগের এ ডনকুইপ্রোটিয় যাত্রা জনগণের জন্য বয়ে আনবে অশেষ দুঃসময়।

আনিসউল হক, আইনজীবী
সমিতি, নীলফামারী

দৃষ্টি আকর্ষণ

পুরনো ঢাকার নাগরিক দুর্ভোগ

পুরনো ঢাকার দক্ষিণাঞ্চলের জনগণ ও এলাকাবাসীর দুর্ভোগকে উপেক্ষা করে ওয়াসা এবং ঢাকা সিটি করপোরেশন সূত্রাপুর-গেন্ডারিয়া এলাকার লোহারপুল থেকে পোস্তগোলা পর্যন্ত সড়কটি আগামী ৬ মাসের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। আগাম কোনো প্রকার নোটিশ ছাড়াই একই সময় এলাকার সব রাস্তাঘাট এমনকি আশপাশের অলিগলিতে ওয়াসার স্যুয়ারেজ পাইপ পুনঃস্থাপনের জন্য সদ্য সংস্কারকৃত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট কাটাকাটি করছে। ধীরগতিতে যেভাবে এই রাস্তা কাটার মহোৎসব শুরু হয়েছে তাতে পুরনো ঢাকার সূত্রাপুর পোস্তগোলা পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারের অধিবাসী এবং মিলব্যারাক, কালীচরণ সাহা রোড, অক্ষয় দাস লেন, শাঁখারি নগর লেন, ঢালকা নগর লেন, ফরিদাবাদ লেন, বাহাদুরপুর লেন, নবীন চন্দ্র গোস্বামী রোড, লালমোহন পোদ্দার লেন, আই, জি গেইট, আর সিন গেইট, সতিশ সরকার রোড, করিমউল্লাহ বাগ, কে কি, রোড প্রভৃতি এলাকার অধিবাসীরা বিগত ১ মাস যাবৎ রাস্তা বন্ধের কারণে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মূলত এলাকাবাসী ঢাকা সিটি করর্পোরেশন ও ওয়াসার কাছে এখন জিম্মি অবস্থায় রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে শুধু পুরান ঢাকায় নয়, গোটা রাজধানীতে ব্যাপক খোঁড়াখুঁড়ি নিয়মে পরিণত হয়েছে।

এক শ্রেণীর দক্ষ প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের গাফিলতি ও অবহেলার জন্য পুরনো ঢাকার অধিবাসীরা সব সময় দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা পোষণ করে থাকে। প্রায় এক মাস ধরে লোহারপুল- পোস্তগোলা রাস্তাটি বন্ধ। কত তাড়াতাড়ি জনস্বার্থে এটা খুলে দেয়া সম্ভব কি-না সে চিন্তা ঢাকা সিটি করপোরেশন বা ঢাকা ওয়াসা'র মত সেবা প্রতিষ্ঠানের নেই। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের সেবা নয় বরং অবহেলা এখন তুঙ্গে। ডিসিসি ও ঢাকা ওয়াসাতে দক্ষতা, সততা এবং নিষ্ঠার অভাবে মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে তা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারি অর্থের অপচয়ের পাশাপাশি জনগণের দুর্ভোগ- ভোগান্তি বাড়ানোর বার্ষিক রেওয়াজ বন্ধ করতে হবে।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, মুক্ত সাংবাদিক ও উন্নয়ন কর্মী, ফরিদাবাদ, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ **ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০**

আগ্রাসী নীতি

এক মেষ শাবক পাহাড়ি ঝরনায় এসে পানি পান করছিলো। সে সময় এক নেকড়েও তখন পানি পান করার জন্য এলো। মেষ শাবককে দেখে তার ভীষণ লোভ হলো। সে মেষ শাবককে ধমক দিলো, 'এ্যাই তুই আমার জল ঘোলা করে দিচ্ছিস কেন?' মেষ শাবক অবাক হয়ে বললো, 'আমি কখন আবার আপনার জল ঘোলা করলাম? আমি তো জল পান করছি পাহাড়ের নিচের ঢালে আর আপনি আছেন পাহাড়ের উপরের ঢালে। পানি আপনার ওখান দিয়ে গড়িয়েই তো আমার দিকে আসছে'। নেকড়ে এবার একটু বিব্রত হলো। তারপর বললো 'তুই করিসনি তবে তোর বাপ করেছে। এ জন্য তোকে শাস্তি পেতে হবে'। মেষ শাবক জবাব দিলো 'আমার বাপ যদি আপনার জল ঘোলা করে থাকে তবে সেটা আপনি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন। আমাকে কেন শাস্তি দেবেন।' এবার নেকড়ে রেগে গেলো। বললো, 'মুখে মুখে তর্ক। দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি' বলে মেষ শাবকের টুঁটি চেপে ধরলো।

ইরাকে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে সে দেশটি আক্রমণ করলো আমেরিকা ও ব্রিটেন সম্প্রতি এক রিপোর্টে প্রকাশিত হলো যে ইরাকে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র ছিলো না। রিপোর্ট পড়ে আমার সেই নেকড়ে আর মেষ শাবকের গল্পটাই মনে পড়লো। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার আর কতো?

এসএম নওশের
nowsheer@dhaka.net

সংশোধনী

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৭ মে ২০০৫, বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩-এ ৬৪ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ২৪ ঘণ্টা প্রতিবেদনে 'আহা!' ছবির পরিচালকের নাম ভুলবশত ছাপা হয়েছিল এনামুল কবির নির্ঝর। আসলে হবে এনামুল করিম নির্ঝর।